REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হইতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি। সত্বর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার:—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

২৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৩শে পৌষ বুধবার ১৩৪৮ ইংরাজী 7th January 1942 | ৩৭শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন:—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষৎ এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥০, ছোট ১৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

আর্থিক পরিচয়

নূতন বীমা	...	প্রায় ৩ কোটি টাকা
মোট চলতি বীমা	...	১৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	...	৩ " " " "
মোট সম্পত্তি	...	৪ " ৫ " " "
দাবী শোধ (১৯০৭-৪০)		২ " ২৫

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিলডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি:—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়া, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪৭ বা ২৪৭ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ:—১৬০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা, সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।

আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরা ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য পত্র লিখুন।

Buy
DEFENCE SAVINGS
Certificate
AND
INDIA DEFENCE BOND
TO MAKE INDIA STRONG.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৩শে পৌষ বুধবার, সন ১৩৪৮ সাল।

রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুল

এ বৎসর রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুল হইতে শ্রীমান্ দুলুপদ দাস নামক একটী বালক জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চারি বৎসরের জন্য মাসিক ৪৲ হিসাবে বৃত্তি লাভ করিয়াছে। আমরা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতবিদ্য শিক্ষক মহাশয়গণকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীমান্ দুলুপদর ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করিতেছি।

মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের বৃত্তি পরীক্ষার ফল

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ১৯৪১ সালের বৃত্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চারি বৎসরের জন্য মাসিক ৪৲ হিসাবে বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

১। দুলুপদ দাস—রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুল
২। শ্যামাপদ রায়—পাঁচগ্রাম এস, সি, এম, ই, স্কুল
৩। মহম্মদ আবুল হোসেন—কাতলামারী এম, ই, স্কুল
৪। বারী ইসরাইল সেথ—পাঁচগ্রাম এস, সি, এম, ই, স্কুল
৫। আবদুর রকিব সেথ—সুন্দরপুর এম, ই স্কুল

(মুসলমান ছাত্রদের বিশেষ বৃত্তি)

১। মহম্মদ আবু তাহের—সুন্দরপুর এম, ই, স্কুল

"রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ

মণ্ডলপুর নিবাসী স্বর্গীয় রায় হরিপ্রসাদ ঘোষাল বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র পাটনার সাব জজ রায় সাহেব রামপ্রসাদ ঘোষাল এম-এ, বি-এল মহোদয় এবার নববর্ষে "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করিয়াছেন। আমরা রামপ্রসাদ বাবুর এই উপাধি প্রাপ্তিতে খুব আনন্দিত হইয়াছি।

অন্নপূর্ণা পূজা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও বালিঘাটার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পাল মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ, আই-এস-সি ও বি-এ, বি-এস-সি পরীক্ষার তারিখ পূর্ব্বঘোষিত দিনে না হইয়া ম্যাট্রিকুলেশন ১৫ই এপ্রিল, আই-এ, আই-এস-সি, ১৬ই মার্চ্চ এবং বি-এ, বি-এস-সি ১লা মে (১৯৪২) অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু ফিস্ দাখিলের তারিখ অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। অর্থাৎ পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত দিনেই ফিস্ দাখিল করিতে হইবে।

রামায়ণ গান

রাজসাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস অধিকারী মহাশয় বিগত কয়েক দিন হইতে রঘুনাথগঞ্জে স্বীয় রামায়ণ গানের সম্প্রদায় সহ আগমন করিয়া স্থানে স্থানে রামগুণানুকীর্ত্তন করিয়া স্থানীয় ভক্তবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করিতেছেন। রামায়ণ গান বলিলে যে রকম গান বোঝায় অধিকারী মহাশয় সে রকম প্রাচীন পন্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। হারমোনিয়াম, খোল প্রভৃতির সহিত সঙ্গত করিয়া তাঁহার গীতিবহুল অভিনয়কে বেশ সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁর সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব এই যে সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকই তাঁহার স্ববংশোদ্ভূত। গানের পারিশ্রমিকও খুব বেশী নয়। আমরা রসজ্ঞ ব্যক্তিগণকে তাঁহার রামগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে অনুরোধ করি।

বে-আইনী আটক ও চুরির অভিযোগ

রেণুকাবালা দেবী নাম্নী এক মহিলা কালীঘাট হিন্দু মিশনের সভাপতি স্বামী সত্যানন্দ এবং স্বামী নাগেশ্বরের বিরুদ্ধে বে আইনী আটক ও এক ছড়া সোনার হার চুরির অভিযোগ আনয়ন করে। গত বুধবার আলীপুরের তৃতীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে, গুহ অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে খালাস দিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ যে, গত জানুয়ারী মাসে ফরিয়াদী মহিলা তাহার কন্যাসহ শ্রীনাথ ব্রহ্মচারী নামক এক ব্যক্তির সহিত গঙ্গাসাগর মেলায় গমন করে। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে প্রথমতঃ কালীঘাটের এক ধর্ম্মশালায় অবস্থান করে এবং পরে মিশনের নিকটবর্ত্তী এক বাড়ীতে উঠিয়া যায়। সেখানে তাহার বায়ুরোগজনিত মূর্চ্ছাবশতঃ তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইলে তাহাকে মিশনে স্থানান্তরিত করা হয়। ইহাও প্রকাশ যে, তাহার কন্যা তাহাকে বলে যে, একজন স্ত্রীলোক তাহার সোণার হার খুলিয়া উহা স্বামী সত্যানন্দের নিকট দিয়াছে। পরে সে হারের দাবী করিলে তাহা লইয়া কলহ হয় এবং দ্বিতীয় আসামী তাহাকে গালি দেয় ও মিশন হইতে তাড়াইয়া দেয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় অভিযোগ অস্বীকার করেন।

মামলার ঘটনাগুলি এবং মোটামুটিভাবে প্রমাণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সিদ্ধান্ত করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই।

শ্রীযুত শৈলেন দত্ত ফরিয়াদী মহিলার পক্ষে এবং শ্রীযুত জি, মুখোপাধ্যায়, ও সন্তোষ রায় চৌধুরী অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। 'বসুমতী'

ষ্টেশনে সন্তান প্রসব

বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য বহু আতঙ্কগ্রস্ত নরনারী কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িতেছেন। সম্প্রতি নবদ্বীপের এক সংবাদে প্রকাশ যে—নবদ্বীপ রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে এমন একটী আতঙ্কগ্রস্ত পরিবারের জনৈক মহিলা একটী সন্তান প্রসব করেন। ষ্টেশনে কংগ্রেস ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের বহুকর্ম্মী নাকি তাহাদিগকে প্রাথমিক সাহায্য করেন। জাপান, বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর বাংলা দেশের জনসাধারণের মনে স্বভাবতঃই একটু উদ্বেগ দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এমতাবস্থায় ঊর্দ্ধশ্বাসে কলিকাতা ত্যাগ করার পক্ষেও কোন সুযুক্তি নাই। কলিকাতার এখনই এমন অবস্থা হয় নাই যে এমনভাবে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। হুজুগের ঝোঁকে যাহারা পরিচালিত হয় তাহাদের এত কথা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পল্লী সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টারের আবেদন
গণ-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার পরিকল্পনা

বাঙলা সরকারের পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এইচ, এম, এস্ ইসহাক্, আই, সি, এস, কিছুদিন পূর্ব্বে সমগ্র বাঙলার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় এবং সিনিয়র ও জুনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকগণের নিকট একটি আবেদন প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, নূতন ধরণে বয়স্কগণের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে ট্রেণিং লাভ করিবার নিমিত্ত প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এরূপ দুই একজন করিয়া শিক্ষক সরবরাহ করিতে পারিবেন কিনা, যাঁহারা ছয় হইতে আট মাসকাল শিক্ষা লাভান্তে নিজ নিজ অঞ্চলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নির্ব্বাচিত স্থানীয় শিক্ষকগণকে ট্রেণিং দানের নিমিত্ত শিবির পরিচালনা করিতে পারেন। তিনি বলেন যে, বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল, কিন্তু বহুবিধ কারণে এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা সম্ভবপর হয় নাই। একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, অন্যান্য দেশের জাতি-গঠন কার্য্যে প্রফেসর, শিক্ষক এবং ছাত্রগণ বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও অকপট কর্ম্মীদল সরবরাহ করিয়া থাকেন। তিনি আশা করেন যে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম্মীদল সংগঠন করিয়া ইহার সূচনা করা যাইতে পারে এবং এইভাবে বয়স্কগণের শিক্ষাসংক্রান্ত আন্দোলনে একটা প্রেরণা জাগাইবার নিমিত্ত সমগ্র প্রদেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা যাইতে পারে।

পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের বিবৃতি

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, অশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে গুজব রটিয়াছে যে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট পোষ্টাফিসে জমা দেওয়া টাকা মণি-অর্ডার যোগে পাঠাইতেছেন না এবং উক্ত মণি-অর্ডার ডেলিভারী দেওয়ার সময় টাকা প্রতি দুই আনা কাটিয়া রাখা হয়, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

বাঙলা ও বিহারের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল একযোগে এই বিবৃতি প্রকাশ করিতেছেন।

পাক্ষিক পত্র

—০—

জাপান বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে, আমেরিকায় তার দুজন দূতের সাহায্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে

আলোচনা চালানোর অবস্থায় প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, টাইল্যাণ্ড এবং মালয় উপদ্বীপের ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো হঠাৎ আক্রমণ করে বসেছে। মালয় উপদ্বীপ ভারতবর্ষের পূব-দিকের দুর্গ। ভারতবর্ষ রক্ষা করতে হলে আগে এই জায়গাটাই রক্ষা করা চাই। মালয় উপদ্বীপের প্রধান ঘাঁটি সিঙ্গাপুর কিছুদিন ধরেই জাপানের আক্রমণ আশঙ্কায় বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। যুদ্ধ এখন প্রায় সমস্ত মালয় সীমান্তেই চলছে।

এজন্য মালয় উপদ্বীপ এখন আমাদের সবারই কাছে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু মালয়ের বিশেষ পরিচয় আমাদের সবার জানা নেই। সুতরাং কিছু কিছু পরিচয় পাঠকদের দিচ্ছি।

মালয়ের উৎপন্ন জিনিষের মধ্যে কৃষিজ এবং খনিজ জিনিষই প্রধান। সব চেয়ে বেশি পাওয়া যায় রবার। রবার হয় ১৬১৩৬০০ একর জমিতে। নারিকেল হয় ২৫১৬০০ একর জমিতে, ধান হয় ১৭৭০০০ একর জমিতে, তেলের জন্য পাম গাছ হয় ৩৬৭০০ একর জমিতে, তা ছাড়া অনেক জমিতে আনারস, চা, কফি, তামাক এবং অনেক রকম ফল উৎপন্ন হয়। খনির কাজ খুব ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। ১৯৩৮ সালে ৪১০৭৯ টন টিন, ৪০২০৯ আউন্স সোনা, ৬০২ টন টাংস্‌টেন, এবং ৪৭৭৯০৮ টন কয়লা খনি থেকে পাওয়া গিয়েছিল। খনিতে ৫৭৬৩৩ জন মজুর নিযুক্ত আছে। মালয়ের জঙ্গলে ভাল ভাল কাঠ জন্মে। এই কাঠ ক্রমেই বেশি বেশি পরিমাণে ইউরোপে চালান হচ্ছিল। এ ছাড়া গাটা পার্চা, আঠা, তেল, রেজিন এবং বেতও এইখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়।

ভারতীয় অফিসার এবং সৈন্যগণ মালয় এবং সিঙ্গাপুর রক্ষায় প্রধান অংশ গ্রহণ ক'রেছে। মালয় এবং সিঙ্গাপুর রক্ষা করতে তারা এটা বুঝেছে যে আসলে তারা স্বদেশকেই রক্ষা করছে। পাঁচ ছয় লাখ ভারতবাসী বর্ত্তমানে মালয়ে নানা বিভাগে কাজ করছে। জমি চাষেও তারা আছে—খনির কাজেও তারা আছে। মালয়ে যে রবার এবং টিন উৎপন্ন হয় তার বেশির ভাগ বিক্রি হয় আমেরিকায়। এর জন্য আমেরিকাকে যে টাকা দিতে হয়—সেই টাকায় তারা নগদ দামে অ্যামেরিকার বিমান এবং গোলা-বারুদ কিনতে সক্ষম হয়েছে।

মালয় দ্বীপে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর বাস। কাজেই ভারতীয় সৈন্যরা সেই সব ভারতবাসীকেও রক্ষা করার কাজে লেগেছে। মালয়ে যে সব ভারতীয় বাস করে তাদের অধিকাংশই মাদ্রাজী। মালয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ প্রাচীনকাল থেকে। তারপর ব্রিটিশদের প্রভাব বিস্তারের পর থেকে দুই দেশের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিকরা বলেন রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে, এমন কি তারও আগে ঋগ্বেদের যুগ থেকে মালয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে।

মালয়ে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে মালয়ের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ রোনাল্ড ব্র্যাডেল বলেন মালয় উপদ্বীপে প্রথম সভ্যতা বিস্তার করে ভারতবর্ষ। তখন যে সব জাহাজ মালয়ে আসত তার নাবিক ছিল দক্ষিণ ভারতের তামিলরা। এখন যেসব দক্ষিণভারতীয় লোকেরা সেখানে আছে, তাদের মালয়বাসীরা বলে "ওয়াং ক্লিং"। ওয়াং ক্লিং কথাটার উৎপত্তি যে খ্রীঃ পূঃ ৮০০ শতকে স্থাপিত কলিঙ্গ রাজ্য থেকেই হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মালয়ে বর্ত্তমানে যে ইস্‌লামীয় প্রভাব দেখা যায় সেটাও ভারতবর্ষ থেকেই পাওয়া।

ভারতীয় বণিকেরা মালয়ে উপনিবেশ স্থাপন করলে। তারা প্রথমে বসে গেল মলক্কায়। মালয়ের এই অংশই পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। এখনও মলক্কাতে ভারতীয়েরা বাস করছে। এইখানে একটি হিন্দু মন্দির আছে। মলক্কায় সেইটিই সব চেয়ে প্রাচীন মন্দিরসমূহের একটি।

পেনাং এবং সিঙ্গাপুরের যে সব প্রাচীন দলিল পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ভারতীয় বাসিন্দা এবং ভারতীয় বণিকদের কথার খুব উল্লেখ আছে। অনেকেরই জানা নেই যে ১২০ বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে সিঙ্গাপুরে এবং মালয়ের অন্যান্য জায়গায় অপরাধীদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। এটা অবশ্য গৌরবজনক নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সাহায্যে তাদের বিশেষ উপকারও হয়েছে। যে সব ভারতীয় অপরাধীরা সিঙ্গাপুরে এসেছে তারা কালক্রমে সেখানকার সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়েছে—এবং সেখানে কাজে নিযুক্ত হয়ে গেছে। সিঙ্গাপুর শহরের উন্নতির মূলে আছে তারাই। সিঙ্গাপুরের আধুনিক দুটো ইমারত—গভর্ণমেণ্ট হাউস ও সেণ্ট অ্যানড্রুজ ক্যাথিড্রাল এরাই তৈরী করেছে। এরা অপরাধী শ্রেণীভুক্ত হলেও অপরাধী বলতে আমরা এখন যা বুঝি এরা ঠিক সে রকম নয়।

প্রথম যে সব ভারতীয় অপরাধী সিঙ্গাপুরে যায় তাদের মধ্যে মাদ্রাজী ছিল ৮০ জন এবং বাঙালী ছিল ১২০ জন। সিঙ্গাপুরে মজুর পাওয়া সহজ ছিল না। ক্রমে এরাই গিয়ে মজুরের কাজ আরম্ভ করে। এরা পথঘাট তৈরী করে, বাড়িঘর তৈরী করে—প্রকৃতপক্ষে সিঙ্গাপুর শহরটিকেই গড়ে তোলে। এখন অবশ্য মালয় এবং ভারতবর্ষের সম্পর্ক আর সেরকম নেই। এখন ভারতবর্ষকে রক্ষা করছে মালয়। জাপানের অন্যায় আক্রমণের ফলে মালয়-ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোনো দূরত্ব নেই—আমরা পরস্পর অতি কাছে এসে পড়েছি।

—০—

নোটীশ

এতদ্দ্বারা প্রয়াগে পৌষ ও মাঘ মাসে কুম্ভমেলা ও আগামী পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রিগণকে জ্ঞাত করা যায় যে, মেলা প্রভৃতির ন্যায় জনবহুল স্থানসমূহ হইতেই কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ ও বিস্তার হইয়া থাকে। অতএব, তাঁহারা যেন উক্ত মেলায় যাইবার পূর্ব্বে স্ব স্ব নিরপত্তার জন্য নিকটস্থ সরকারী ডাক্তারখানা অথবা স্যানিটারী ইনস্পেক্টারের নিকট হইতে কলেরার প্রতিষেধক ইনজেকসন লইয়া যান। ইনজেকসন এর সার্টিফিকেট সঙ্গে লইতে ভুলিবেন না।

স্বাক্ষর—বি চাটার্জ্জি
ডিষ্ট্রীক্ট হেলথ অফিসার,
মুর্শিদাবাদ।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ১৯শে জানুয়ারী ১৯৪২
নিম্নলিখিত নম্বরটী ১৯৪১ সালের জারী

১০১ খাং ডিঃ সেবাইত শ্যামাচরণ নাথ দিং দেং কমলকুমারী নাথ দিং দাবি ১৮৫৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামচন্দ্রবাটী ৪-৮১ শতকের কাত ৩৪৸৶০ আঃ ১০০৲ খং ৪২৬

ব্যানার্জ্জি হোমিও হল

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের সম্মুখে।

—০—

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে আমি জঙ্গিপুর নিবাসী ৺পুলিনচন্দ্র সাহা দিগরের ষ্টেটের ষোল আনা রকমের ৵৮ দুই আনা আট পাই অংশের মালিক দখলিকার। আমার অংশের যাবতীয় ভার শ্রীনকড়িলাল সাহার উপর ন্যস্ত থাকিয়া ১৩৪৫ সালের ১০ই পৌষ হইতে আদায় তহশীল করিয়া নানারূপ তঞ্চকতা করিয়া আত্মসাৎ করায় ১৩৪৮ সালের ১১ই পৌষ হইতে উক্ত শ্রীনকড়িলাল সাহাকে আমার পক্ষ হইতে বরখাস্ত করিয়া অদ্য হইতে আমার অংশের কার্য্যভার জঙ্গিপুর নিবাসী শ্রীভোলানাথ সাহাকে অর্পণ করিলাম।

উক্ত শ্রীনকড়িলাল সাহাকে আমার অংশের কেহ কোন ডিক্রীর টাকা, ঘর ভাড়া, জমিদারান খাজনার টাকা, খাতকগণের নিকট পাওনা টাকা, ও খাস ভাগী জমির ফসল আদায় ও ঠিকা জমির খাজনার টাকা আদায় দিলে, তৎজন্য আমি দায়িক হইব না। এবং আমার নাম সহি করিয়া কোন কার্য্য করিলে বা নালিশ করিলে তাহাতে আমি বাধ্য হইব না।

প্রকাশ থাকে যে উক্ত শ্রীনকড়িলাল সাহা আমার অংশের প্রাপ্য আদি আত্মসাৎ করার জন্য তাহার বিহিত ব্যবস্থা পৃথক ভাবে করা হইবে ইতি সন ১৩৪৮ সাল তারিখ ১১ পৌষ।

শ্রীউর্ম্মিলাবালা দাস্যা

নূতন ঠিকানা

মনিগ্রামের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক
পক্ষাঘাত, বাত, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ব্লডপ্রেসার, বেরিবেরি—প্রভৃতি পীড়ার চিকিৎসায় পারদর্শী

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী বিশ্বাস কবিরত্ন,
এম-বি-সি-এ, (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
মনিগ্রাম বাসন্তীতলা
পোঃ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

বিনামূল্যে হাঁপানীর ঔষধ

নিম্ন ঠিকানায় ৺মনোহর দাস বাবাজী সাধু প্রদত্ত হাঁপানীর ঔষধ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই ঔষধ মাত্র একবার সেবন করিতে হয়। ঠিকানা ও পাঁচ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাইলে মফঃস্বলে ডাকযোগে ঔষধ প্রেরিত হয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাস
শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রনাথ দাস বাহাদুরের বাড়ী
জগতাই, পোঃ নিমতিতা, (মুর্শিদাবাদ

ডিপসহির কালী

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।
মূল্য প্রতি কৌটা দুই আনা।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্‌-ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রজশশী
আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :—
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :—
জঙ্গীপুর (বাবুবাজার ।

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও ধাতুভস্মাদি সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

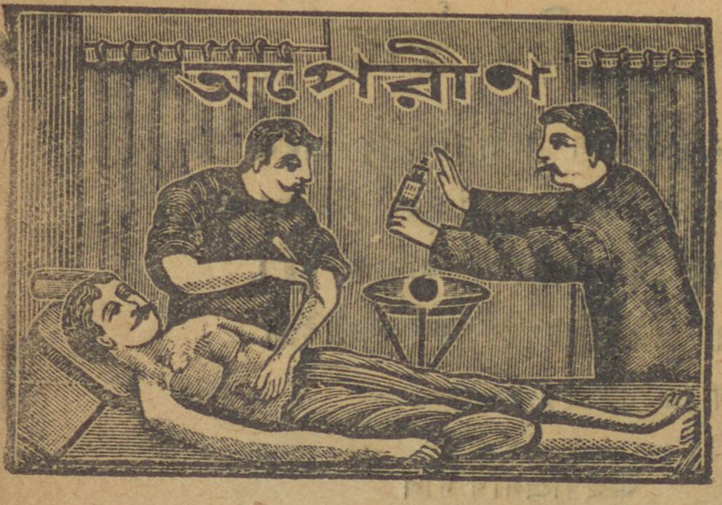

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী ...গী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুনকা, মুখের ব্রণ পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমূল প্রভৃতি যন্ত্রণা-প্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয় মূল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।৶০ ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন :—ভাইট্যালী—{ বহুবিধ রোগনাশক / জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি **মরা মানুষ বাঁচাইতে** পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৴০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৶০

প্রাপ্তিস্থান **ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্**
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সুরবল্লী

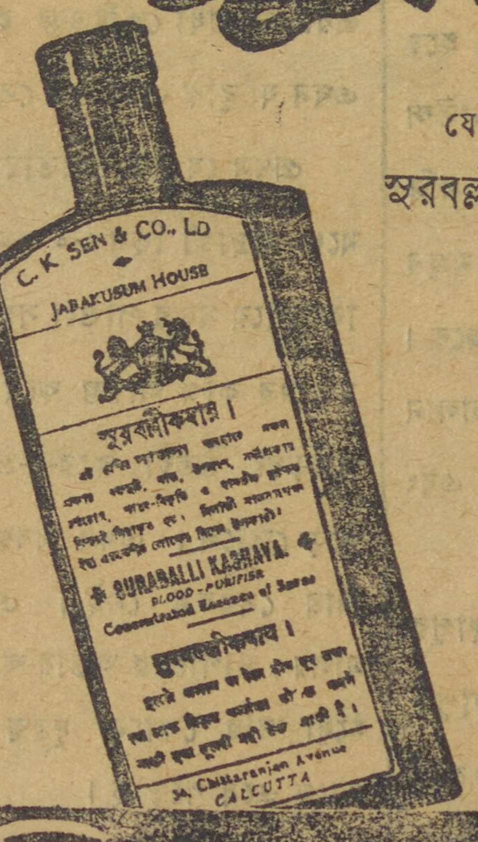

যে সব ডাক্তাররা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও “টনিক” ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি — পৃথিবীর সর্ব্বত্র

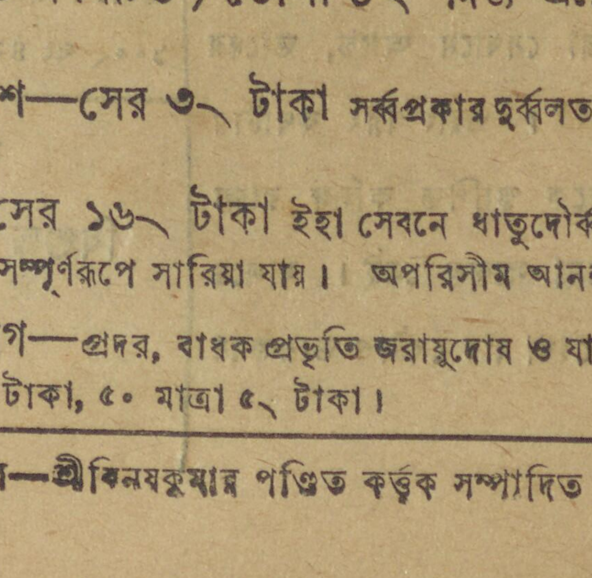

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত